ভূমিকা

সৃষ্টির প্রথম লগ্নে চরাচর জুড়ে ছিল জল আর অন্ধকার।

তারপর এল প্রাণ। বিকশিত, বিবর্তিত হয়ে তা ছেয়ে ফেলল পৃথিবীকে। কিন্তু তার শরীর প্রমাণ করেই চলল— জলই জীবন।

অনেক-অনেক আগে এক সভ্যতা খুঁজে পেয়েছিল এই জীবনদাত্রী অমৃত নিষ্কাশনের উপায়। অত্যন্ত গোপনে সেই পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল প্যাপিরাসে। তারপর একদিন হারিয়ে গেছিল সেই সভ্যতা, জল পরিশ্রুত করার পদ্ধতি, আর সেই প্যাপিরাস।

চলে আসুন আজকের ভারতবর্ষে। মরুভূমির বালিকে সবুজ করে তোলার এক গোপন প্রকল্প শুরু হল। তারই সঙ্গে শুরু হল রাজনীতি, অন্তর্ঘাত... আর মৃত্যুর মিছিল।

কারা আছে এর পেছনে? তারা কী চায়?

শুরু হয় অনুসন্ধান। সেই নদীতে মিশে যায় নানা মুখ— যাদের মধ্যে মুখোশও আছে!

তারপর কী হল?

কে জিতল এই আদিম যুদ্ধে— জল, না অন্ধকার?

নবীন লেখক বিশ্বজিৎ নিবিড় অধ্যয়ন এবং টানটান লেখনীর সাহায্যে পেশ করেছেন সেই কাহিনি। পেট্রার বালি আর পাথর হয়ে আজকের ভারতবর্ষ অবধি বিস্তৃত সে আখ্যান কতটা কাল্পনিক আর কতটা বাস্তব— সেই বিচারের ভার আপনিই নিন, হে পাঠক।

পাতা ওল্টান এবার। পেট্রার প্যাপিরাস আপনার অপেক্ষায় আছে।

ঋজু গাঙ্গুলী, কলকাতা
আশ্বিন, ১৪২৭

৩৪০ খিস্টপূর্বাব্দ, পেট্রা, নাবাতিয়া

চক্রব্যূহ রচনা

এই সমুদ্র যে সত্যিই মৃত তা আজ ওরা দু'জন বেশ ভালো মতনই টের পেয়েছে। পার্শ্ববর্তী আরব দেশ থেকে প্রায় দশ দিনের ক্লান্তিকর নৌকা সফর করে ওরা এসে পৌঁছেছে নাবাতিয়ার উপকূলে। যদিও ওরা এখনও নিশ্চিত নয় যে এটাই ওদের গন্তব্য, সেই নাবাতিয়া। তবে ওদের অস্পষ্ট নকশাটা সেই দিকেই ইঙ্গিত করছে। ওদের পরনের ধপধপে সাদা পোশাকগুলো লোহিত সাগরের চরম লবণাক্ত আবহাওয়ায় হলদেটে রং নিয়েছে। প্রচণ্ড গরমে শরীর আরও বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মাথায় পাগড়ির মতন করে বাঁধা লম্বা সাদা কাপড়টা

এই নৌকাটাই ওদের মুক্তির একমাত্র পথ। এটা করেই ওদের আবার ফিরতে হবে নিজেদের দেশে। নৌকাটা জলে ভেসে গেলে খুব মুশকিল হবে। তাই ক্লান্ত শরীরেও এই মেহনত। এই জায়গাটাকে ওরা নাবাতিয়া নামেই জানে। দেশে থাকতে ওরা শুনেছে, ওদের অঞ্চলের তুলনায় এ এক আধুনিক সভ্যতা। ওদের দেশের গুপ্তচররা সেরকম খবর নিয়েই দেশে ফিরেছে। তবে খুব নিশ্চিত করে তারাও কিছু জানাতে পারেনি।

মৃত সমুদ্রের একেবারে পাড় থেকেই শুরু হয়েছে মরুভূমির বিস্তীর্ণ বালিরাশি। সেই বালির ওপর দাঁড়িয়ে ওরা দূরে তাকাল, যেদিক থেকে ওরা এসেছে সেই দিকে। নিস্তরঙ্গ কালচে-সবুজ রঙের জল ছাড়া আর কিছুই নজরে এল না ওদের। সেই জলের ওপর দেখা যাচ্ছে এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য। দিগন্তে সেই নিস্তরঙ্গ জলের ওপর কমলা রঙের সূর্যটা দ্রুত ডুবে যাচ্ছে। বড়ো অদ্ভুত আর মোহময় লাগছে দেখতে। আর ওদের নৌকাটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে দুলছে সমুদ্রের জলের ওপর।

একেবারে সঠিক সময়ে এসে পৌঁছেছে ওরা। সন্ধ্যে হতে আর বেশিক্ষণ বাকি নেই। একজন আর এক জনকে উদ্দেশ করে বলল, এই পর্যন্ত আমাদের পরিকল্পনা একেবারে ঠিকঠাক এগোচ্ছে। অন্যজন উত্তরে বলল, দাঁড়াও, এখনই এত কিছু ভেব না। সবে তো শুরু! আমাদের আসল কাজ তো এখনও বাকি। এখান থেকে সমস্ত সঠিক তথ্য আমাদের নিয়ে যেতে হবে। প্রথমজন বলল, আমরা এখানে যা যা দেখব তার একটা নকশা তৈরি করে নিতে হবে। আর মনে রাখতে হবে যাতে কেউ আমাদের উপস্থিতি টের না পায়। রাতের অন্ধকারেই সম্পূর্ণ ব্যাপারটা আমাদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে। অন্যজন সামনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল, আজ রাতটাই কিন্তু আমাদের কাছে সময়। আজ আকাশে সম্পূর্ণ চাঁদ উঠবে, ঝকঝকে আলো থাকবে সারা রাত। কাল সকালের মধ্যেই এখান থেকে আবার নৌকা

নিয়ে আমরা ফিরে যাব। প্রথমজন বলল, যদি আমাদের মধ্যে কেউ ধরা পড়ে যায়, তবে অন্যজন তার অপেক্ষা করবে না। সে সমস্ত তথ্য নিয়ে দেশে ফিরে যাবে। মনে রাখতে হবে, গোটা আরব দেশ আমাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। সেখানকার মানুষের প্রাণ এখন আমাদের হাতে। সম্পূর্ণ একটা সভ্যতাকে বাঁচানোর দায়িত্ব এখন আমাদের ওপর। দ্বিতীয়জন আর কথা বাড়াল না। খুব আসতে আসতে সে পিছু নিল প্রথমজনের।

*****

সন্ধে গড়িয়ে মরুভূমির বুকে রাত নেমে এসেছে। এতটা সময় বিস্তীর্ণ মরুভূমির বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওদের ক্লান্ত শরীর দুটো অবসন্ন হয়ে পড়েছে। খিদের জ্বালায় রীতিমতো অসুস্থ লাগছে ওদের। অদ্ভুতভাবে মরুভূমির আবহাওয়া বদলে গেছে এই কিছুটা সময়ের মধ্যেই। বিকেলে ওরা যখন এখানে পৌঁছেছিল, সেই সময়টাতে প্রচণ্ড গরম অনুভূত হচ্ছিল। তবে এখন সেখানে কিছুটা স্বস্তিদায়ক ঠান্ডা লাগছে। একটা হালকা শিরশিরানি অনুভব হচ্ছে সারা শরীরে। কিছুটা দূরত্বে দেখা যাচ্ছে বিরাট উঁচু উঁচু সব পাথরের টিলা, সম্ভবত বালি পাথরের তৈরি পরিখা।

অবসন্ন পা দুটো যেন আর চলছিল না। বালির ওপরেই ওরা বসে পড়ল। একজন ঝোলা থেকে অনেকগুলো বড়ো বড়ো খেজুর বের করল। নিজে কয়েকটা রেখে অন্যজনের দিকে আরও কয়েকটা বাড়িয়ে দিল। অন্যজন হাত বাড়িয়ে সেগুলি নিতে নিতে বলল, তার মানে আমরা রাজধানীর প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। যতদূর জানি 'নাবতিয়া'-র রাজধানী শহর 'পেট্রা' এক পাথরের নগরী। তার চারপাশ দিয়ে পাথরের উঁচু উঁচু

টিলা রয়েছে। এ এক প্রাকৃতিক পরিখা, যা পেট্রা নগরকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে। খেজুরগুলো শেষ করে প্রথমজন মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ। তুমি ঠিকই বলেছ। আমাদের গুপ্তচররা সেরকমই বলেছিল। অন্যজন বলল, তাহলে এবার চলো নগরে প্রবেশ করা যাক, এতক্ষণে নিশ্চয়ই সেখানকার নাগরিকরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। উঠে পড়ল দু'জনেই। তারপর এগিয়ে গেল সেই পাথরের পরিখার দিকে।

*****

রাত বেড়েছে, পেট্রা নগরী এখন ঘুমের আবেশে আচ্ছন্ন। ওরা পাথরের উঁচু পরিখার ছোট্ট খাঁজ দিয়ে নগরের ভেতরে ঢুকে এল। প্রথম দর্শনেই মনে হল, কী আশ্চর্য! এ কেমন শহর! একটাও বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে না যে! এখানকার মানুষরা সব থাকে কোথায়? তাহলে কি আমরা ভুল জায়গায় এসে পৌঁছোলাম? একের পর এক প্রশ্নগুলো ওদের মনে এল। চাঁদের আলোয় একে অপরের বিভ্রান্ত মুখদুটো ওরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। পাথরের সরু খাঁজকাটা রাস্তা দিয়ে যতই এগোচ্ছে দুপাশে শুধু বিশাল আকারের উঁচু উঁচু পাথরের টিলা ছাড়া আর কিছুই নজরে আসছে না। বিভ্রান্ত হয়ে একজন অন্য জনকে জিজ্ঞেস করল, আমরা ভুল জায়গায় এসে পড়লাম না তো? অন্যজন কিছু একটা বলতেই যাচ্ছিল। ঠিক তখনই প্রথমজন কী যেন ভাবতে ভাবতে ওপরের দিকে তাকাল, বোধহয় তারার অবস্থান দেখে দিক্ নির্ণয় করার জন্য। কিন্তু তার চোখ আটকে গেল অন্য জায়গায়, তারাদের অবস্থান আর তার দেখা হল না। অবাক বিস্ময়ে বিশাল পাথরের টিলাগুলোর দিকেই সে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর অন্যজনকে উদ্দেশ করে সেই পাথরের

টিলার দিকে আঙুল তুলে বলল, ওই দেখো! দ্বিতীয়জন চাঁদের আলোয় সেই দিকে তাকিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। দু'জনেই দেখতে পেল, বিশাল টিলাগুলির গায়ে পাথর কেটে বানানো হয়েছে ছোটো ছোটো ঘর। সে প্রথম জনকে বলল, তাহলে এই হল পেট্রা নগরী! দ্বিতীয়জন মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

ছবি : প্রাচীন পেট্রা নগরী

সরু রাস্তাগুলো ধরে যতই এগিয়েছে ততই ওরা বুঝতে পেরেছে রাস্তাগুলো সব একটা বিশেষ প্যাটার্নে তৈরি। পাথরের টিলার গা দিয়ে ঘুরে ঘুরে সেগুলি ওপরের দিকে উঠেছে। প্রতিটি ঘরের সামনে দিয়েও রাস্তা গেছে। ওরা আস্তে আস্তে সেই রাস্তা দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। একেবারে ওপরে উঠে ওরা দেখতে পেয়েছে নীচে নগরের ঠিক মাঝখানে রয়েছে একটা বিশাল জলাশয়, জল উপচে পড়ছে তার থেকে। রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে অনেক জায়গায় দেখতে পেয়েছে বিচিত্র সব খাঁজ কাটা অংশ। সেই খাঁজের তলা দিয়ে মোটা মোটা গোলাকার পাইপের মতো কী যেন চলে গেছে, একেবারে সরলরেখার মতন সোজাসুজি ভাবে। ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে ওরা বুঝতে পারল, সেই মোটা পাথরের পাইপের মতন লম্বা ব্লকগুলি থেকে আবার সরু একই রকম পাথরের ব্লক বেরিয়ে গিয়ে মিশেছে